তারিখ ৫/১২/৮১
পৃষ্ঠা ... ... কং ...

ইত্তেফাক

311

ইউনিসেফ প্রদত্ত টাকা কর্মকর্তাদের পকেটে ?

গরীব ছাত্র ছাত্রীদের ভাগ্যে এখনও পোশাক জুটে নাই

বর্ষ শেষ হইতে চলিলেও আক্কেলপুর থানার প্রথম শ্রেণীর গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের ভাগ্যে এখনও ইউনিসেক প্রদত্ত পোশাক জুটে নাই। অপরদিকে পাবনা জেলা, রাঙ্গুনিয়া, কালিয়া ও চৌদ্দগ্রাম থানা এবং নীলফামারী মহকুমার প্রথম শ্রেণীর সীমিত সংখ্যক বালক-বালিকাকে যে পোশাক দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত নিম্নমানের এবং অনেকের গায়ে লাগে না। ইহাছাড়া দরিদ্র শিশুদের জন্য পোশাক বাবদ বরাদ্দকৃত টাকার মোটা অংশ একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার পকেটে গিয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

জয়পুরহাট (বগুড়া) হইতে ইত্তেফাক সংবাদদাতা জানান, আক্কেলপুর থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রথম শ্রেণীর দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পোশাক বিতরনের জন্য ইউনিসেফ প্রদত্ত ৪৯ হাজার ৫ শত টাকা বরাদ্দ করা হইলেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপণার অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও সে পোশাকের মুখ দেখে নাই। এদিকে পোশাকের আশায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে শীত আসিয়া পড়িয়াছে এবং বাৎসরিক পরীক্ষাও শেষ হইতে চলিয়াছে। প্রতিসেট পোশাকের সরকারী রেট ৫৫ টাকা ধার্য থাকিলেও রহস্যজনক কারণে ৩৭ টাকা দরদাতাকে পোশাক তৈরীর নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সর্বনিম্ন দরদাতা অর্ডার পাইয়া লোকসানের ভয়ে পোশাক তৈরী ও সরবরাহ হইতে বিরত থাকে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা এখনও পোশাক হইতে বঞ্চিত।

পাবনার সংবাদদাতা জানান, অত্র জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রথম শ্রেণীর শতকরা ৩০ ভাগ ছাত্রীর মধ্যে পোশাক বিতরণের ব্যাপারে ব্যাপক কারচুপি হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। যে পোশাক সরবরাহ হয় তাহা অনেকের গায়ে লাগে না। কাপড়ের মানও খারাপ। আবার একই ধরনের প্রতিসেট পোশাক তৈরীর খরচের যথেষ্ট তারতম্য দেখা যাইতেছে।

সারা জেলায় এই পোশাকের জন্য বরাদ্দকৃত ১৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ২ শত ৪০ টাকা ছাত্রী সংখ্যা অনুপাতে থানা ওয়ারী ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। বায়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন থানায় প্রতিসেট পোশাকের খরচ পড়িয়াছে ৫৫ টাকা। আবার কোন থানায় ২৮ টাকা। কোন কোন থানায় সেটপ্রতি ৪০/৫০ টাকা খরচ দেখান হইয়াছে। একই ধরনের পোশাকে মূল্যের এত পার্থক্যের পিছনে বিরাট কারচুপি রহিয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন।

রাঙ্গুনিয়ার (চট্টগ্রাম) সংবাদদাতা জানান, রাঙ্গুনিয়া থানা শিক্ষা অফিসার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক তৈরীর ব্যাপারে টেণ্ডার আহ্বান করিয়াও শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাত একব্যক্তিকে পোশাক তৈরীর নির্দেশ দেন বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ পোশাকের কাপড় ক্রয়ের ব্যাপারেও উক্ত কর্মকর্তা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্থানীয় জনৈক টেণ্ডারদাতা শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগ আনিয়া মহকুমা হাকিমের আদালতে একটি মামলা দায়ের করিয়াছে।

কালিয়ার (যশোর) সংবাদদাতা জানান, অত্র থানার প্রাইমারী ছাত্রীদের মধ্যে যে পোশাক বিতরণ করা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত নিম্নমানের ও ছোট। অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে যে, এই নিকৃষ্টমানের প্রতিসেট পোশাকে গড়ে খরচ পড়িয়াছে ৩০ টাকা। অথচ খাতাপত্রে ৫৫ টাকা খচর দেখান হয়।

চৌদ্দগ্রামের (কুমিল্লা) সংবাদদাতা জানান, অত্র থানার মুষ্টিমেয় সংখ্যাক প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীর মধ্যে বিনা মূল্যের ফ্রক ও প্যান্ট বিতরণ করা হইলেও পোশাকগুলি অত্যন্ত নিম্নমানের কাপড়ে যেনতেন ভাবে তৈরী এবং ছোট। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এই পোশা[illegible] তৈরী ও সরবরাহের [illegible] মোটা [illegible]